প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর : ১৯৫৩
ভাদ্র : ১৩৬০
প্রকাশক
শরৎচন্দ্র দাস
মডার্ণ পাবলিশার্স
৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রিট
কলকাতা-১২
প্রচ্ছদপট
জয়নুল আবেদীন
মুদ্রক
সুবোধচন্দ্র অধিকারী
সন্দীপণ প্রেস
৪৮, বৈঠকখানা রোড
কলকাতা-৯
পরিবেশক
সিগনেট বুক শপ
১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রিট
১৪২, রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

অন্যান্য কবিতার বই :

স্বপ্ন-কামনা (প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৮ : নিঃশেষিত)

প্রাণগঙ্গা (যন্ত্রস্থ)

উৎসর্গ



আমার সমকালীন কবিবন্ধুদের দিলাম

শীত রাত

দ্বারে-দ্বারে হানা দিলো নগ্ন হিম রাত।
আবরণ মুখে টেনে দাও
নিশীথিনী, অন্ধকারে কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়াও
আনো মনে উর্বশীর স্মৃতি-সাগরের
পলাতকা শেষ পদপাত।

আসঙ্গলোলুপ আশা
হারায়েছে দীপ-রশ্মি রক্তপ্ত বিকাশের ভাষা,
এ রজনী কুয়াশা-স্থবির,
এ হৃদয় কুয়াশা-স্থবির।

বিপর্যস্ত কৃষ্ণচূড়া অরণ্যেরও আসন্ন দুর্দিন,
শস্যক্ষেত্র রিক্ত শস্যহীন।
চাদরেতে মুখ ঢেকে ধুরন্ধর গোয়েন্দারা ঘোরে
অন্ধকারে শীতের প্রহরে,
জনগণ সম্মিলনে রক্তাভ পতাকা মাঠে বাতাসেতে নড়ে।

কণ্টকিত এই শীত রাতে
আমি রিক্ত, জরাজীর্ণ আবর্তের মাঝে
একদৃষ্টে থাকি চেয়ে অন্ধকার প্রান্তরের দিকে,
ক্ষীয়মাণ দেহে নামে ধূলিলিপ্ত অদ্ভুত জড়তা,
মনে হয় সঙ্কটের নাই আর শেষ
গন্তব্যের পাই না উদ্দেশ।

দৃষ্টি ক্রমে হ'য়ে আসে ফিকে,
মনে-মনে গেঁথে চলি পলাতক অতীতের বহু শতাব্দীর
ম্লান ইতিহাস
ছিন্নভিন্ন বহু স্মৃতি বহু বিস্মৃতির।

নতমুখে রুদ্ধকণ্ঠে বারে-বারে বলি,
এ রজনী কুয়াশা-স্থবির,
এ হৃদয় কুয়াশা-স্থবির,—
আবরণ মুখে টেনে দাও
নিশীথিনী, অন্ধকারে কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়াও
আনো মনে উর্বশীর স্মৃতি-সাগরের
পলাতকা শেষ পদপাত ॥

যাত্রা

তবু নীল চোখে
সমুদ্রের গভীর বিস্ময়,
ভয় হয়,
পল্লবপ্রচ্ছন্ন এই চোখের আলোকে
অজ্ঞাত প্রণয়।

যাত্রা শেষ, কবে যাত্রা শেষ?
পিছনে পৃথিবী এক
বিলুপ্ত, ধূসর,
ক্লান্ত গতি, তৃষিত অধর,
এ যাত্রার কবে হবে শেষ?

দুই হাতে ঠেলে তমিস্রারে
দুর্দম জোয়ারে
আজো চলি কোনোমতে ভেসে,
রেডিয়োতে, সিনেমায়, ট্রেনের চাকায়
জীবনের ঝড়,
স্তিমিত পশুর মতো এখন সহব।

রাঙা সন্ধ্যা আসে শনিবারে,
আবদ্ধ পথের ধারে
ভিক্ষার আশায় থাকে ইহুদি মেয়েটি,
যে-দিকে ফিরাই কান
অযুত যোজন-ব্যাপী রেডিওর গান,
অজ্ঞাত আহ্বানে
অবশেষে ভিড়ি গিয়ে সিনেমা ও চায়ের দোকানে।

কী নিবিড় চোখ!
স্মৃতির বিষাক্ত তারে থরোথরো কাঁপে
এই মরলোক ;
আজকের বসন্তের অন্ধকার রাতে
হৃদয়ে জড়তা ;
যে-মন গুঞ্জন শুনে অভিভূত ছিলো,
মৃত্যু-ভয়ে স্তব্ধ হ'লো তা'।

কৃষ্ণচূড়া শাখার পিছনে
আজো হাসে ক্ষীণকটি তৃতীয়ার চাঁদ
যুবতীর মতো ;
আর নীচে অন্ধকারে গভীর ছায়ায়
ষ্টেশনের ম্লান আলো কাঁপে ;
শীতল বাতাস এসে চলে' যায় দিগন্তের দিকে
অজ্ঞাত বিলাপে।

রক্তিম, সুন্দর মুখ ফুলের মতন।
কুন্দ বাহু, স্ফিত শুভ্র বুক—
কটি ঘিরে প্রসন্ন যৌবন।
তবু বলি, সব স্তব্ধ হোক,
স্খলিত প্রণয় আজ ঠেকিছে মামুলি ;
অদূর গন্তব্য পানে, শূন্য নিরুদ্দেশে
স্রোতে ভেসে চলি ;
শূন্যগর্ভ প্রত্যেক নিমেষ,
কবে শেষ, এ যাত্রার কবে হবে শেষ ?

প্রথম গ্রীষ্ম

দিগন্ত প্রসারী ক্ষেত তীব্র রৌদ্রালোকে ধূ-ধূ করে।
ছায়া নেই, দগ্ধ মাটী, ভ্রূকুটি কুটিল নভোনীল।
স্তম্ভিত গরুর দল বজ্রাহত, শূন্যে ওড়ে চিল,
শুষ্ক মাঠ থেকে ধূলি উড়ে উড়ে মিশেছে অম্বরে।
বিসর্পিল পথরেখা দূরবর্ত্তী দিগন্তে উদ্ধত।
সূর্য-জ্বলা তৃণদল কিশোরীর মতো অসহায়।
চরাচরে স্তব্ধ বায়ু, পথে যেতে পথিক তাকায়
কোথায় আকাশে মেঘ, অগ্নি ঝরে শূন্য থেকে যত।

সমস্ত মৃত্তিকা থেকে মানুষের মনের উত্তাপ
বাষ্প হ'য়ে ওড়ে রোজ, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
পলাতক বহুকাল, ঘরে ঘরে প্রবল বিলাপ
রাত্রির আতঙ্ক যেন। ছিন্নভিন্ন মনের আবেগ।
রুদ্র-নীল রৌদ্রে চেয়ে মানুষের কথা ভেবে ভেবে
ভাবি কোন্ অজগর পৃথিবীটা এসে লুফে নেবে॥

গলিত নখ

প্রখর রৌদ্রে উথলে ক্লান্তি, আকাশ ফাঁকা।
মরুচারী মন খুঁজে-ফিরে কোনো শান্তি কি ?
বাতাসে অগ্নি, বন্ধ্যা করুণ অশথ-শাখা,
যাযাবর দলে নাম লেখাতেও নেই বাকী।

ট্রামের শব্দে দিবানিদ্রা তো হলো উধাও
বৃথাই এখন সাগরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি।
এতোকাল ধরে' আশাবাদে বলো কী খুঁজে পাও
শূন্য ট্যাঁকেতে হয় যদি শেষ সিকিটা মেকি ?

বাণিজ্যে মেলে লক্ষ্মী একথা সকলে মানি।
তাই কি চাকায় তেল জুগিয়েই শ্রমিক মরে ?
ভ্রষ্টলগ্ন দিন বুঝে নাও হে সন্ধানী!
হারায় কোথায়, কোন্ দিকে হাওয়া নিশানা করে।

মনের আকাশে অযুত পাখীর নিবিড় মেলা।
রঙচঙে দিন, কল্পনা সুখ মিথ্যা বলো।
রাস্তার মোড়ে মোড়লী করার মজার খেলা
ফুরালো কি শেষে, বাঁকাপথে তবে সোজাই চলো।

জন-গণ-মন লক্ষ্যই যদি আসল হয়
চটকা বুলির ব্যবসা করেই লোক মাতাও।
লক্ষ্যভেদের সহজ উপায় শক্ত নয়,
বাক্যের স্রোতে চায়না কিম্বা স্পেইনে যাও।

পিচের গন্ধে পিপাসা মেটাই বিদেশী ফুলের।
চায়ের দোকানে ভিড় না থাকলে বাকিতে কিনি।
বড়ো বড়ো বুলি কপচানো খাসা, জানা আছে ঢের
আড়ালে দেবতা কেন যে হাসেন, কোথায় তিনি।

বৃথাই দিবসে স্বপ্ন দেখেছি সন্ধ্যার পথ।
বসন্ত দূরে, রাঙা সন্ধ্যাও জীবনে নেই।
ঢের চাঁদা দাও, কংগ্রেস করো তবু মনোরথ
বিফলেই যায়, যে-তিমিরে আছো সে-তিমিরেই॥

মুখোমুখি

ফাঁকা ; শস্যহীন মাঠ।
শূন্য পথ-ঘাট।
অবরুদ্ধ কাচের কবাট।

দিগন্তে সূর্যাস্তে জলে সোনা।
কতো লোক যুদ্ধক্ষেত্রে মরে !
হিসেব থাকে না।

কখনো ঈশান কোণে মেঘ জড়ো হয়।
জেগে ওঠে বাহিরে প্রলয়।
চোখে ফোটে বিহ্বলতা, ভয়।

তোমার চোখের দিকে বারেক তাকাই।
সেখানেও শুদ্ধ কাতরতা।
সংসারের দীর্ণ শূন্যতাই।

সম্বল তো পলায়ন, ইভাকুয়েশান।
অদৃশ্য কে শয়তান
জীবনের প্রান্তে আগুয়ান।

জীবনশাখায় এলো ঝড়।
দমকা হাওয়ায় দীপশিখা
কাঁপে থরোথর।

জরাজীর্ণ মুক্ত পৃথিবীকে
রেখে আসি অধুনা পশ্চাতে।
সম্মুখে বিস্তীর্ণ পথরেখা
গেছে চলে' দিগন্তের দিকে।

এখনো রয়েছে বহু দূরে
নব যুগান্তর,
তবু তারি আমন্ত্রণে কেঁপে কেঁপে মরে
তোমার আমার
অশান্ত অন্তর ॥

স্মরণী

শব্দ শোনো চূর্ণকাচে ভীত ইঁদুরের।
শকুনিরা আকাশ উদ্যত—
কী ভীষণ পরিণাম! এ যুগের রথচক্রতলে
আমরাও ইঁদুরের মতো।

এখনো অনেক স্মৃতি এ-স্থবির হৃদয়কে ঘিরে।
এখানে হারালো দেহ বহু ক্লান্ত স্ফীত মানুষেরা।
নিভেছে অন্তিম আশা ব্যর্থতার বিতৃষ্ণা-তিমিরে,
তাইতো হৃদয়-হ্রদ শ্মশানের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

হাওয়া নেই, অদ্ভুত স্তব্ধতা—
বাহিরে নড়ে না আর কৃষ্ণচূড়া ক্ষুদ্র শাখাটিও
কেবল প্রাসাদকক্ষে নির্লজ্জ রেডিয়ো।
বার-বার নেভে-জ্বলে ধূমাঙ্কিত জীবনের চিতা।

নির্লিপ্ত বিষণ্ণ মুখে জীবনের শূন্য বালুচরে
অন্তিম হাওয়ায় শেষ আমন্ত্রণ শুনি।
দ্যুলোকে-ভূলোকে যত স্বপ্নসৌধ ভেঙে-ভেঙে পড়ে
কল্পনায় চিত্র তার বুনি।

অনেক উদ্‌ভ্রান্ত গান হ'লো গীত আগত দুর্দিনে,
উষ্ট্র লয়ে রিক্তপথে ফিরে গেলো বহু যাযাবর।
কতো ঋতু সর্বস্বান্ত! তবু পথ নিলে না তো চিনে,
মধ্যপথে শূন্যজীবী রৌদ্রে ঝড়ে আজো জাতিস্মর।

জীর্ণ চাকা ঘোরে না তো আর—
অন্তিম প্রণয়ে ফের আনো বৃথা রক্তিম জোয়ার॥

স্বর

অন্ধকারে যেন কা'র ভারী কণ্ঠস্বর।
কা'র স্বর !
পাষাণে অশ্বত্থ-শাখা, হৃদয় পাথর
অকস্মাৎ থলথলে স্বর।
এই ঘরে অনেকেরই দীর্ঘ প্রেতচ্ছায়া
এ ঘর নিথর,
অকস্মাৎ সেই কণ্ঠস্বর।

'কী ভাবচো : ভাবনার শেষ আছে নাকি !'
চুপচাপ : টিক-টিক ঘড়ির আওয়াজ
এ ঘরে গুমোট :
তাস খেলে কাজ নেই আজ।
'ঐন্দ্রিলার কী খবর : সে চিঠির এসেছে উত্তর ?'
তুমি জানো, আমি জানি, জানে তো সবাই
এ জীবন কী ভীষণ ফাঁকা !
'নটবাবু ইহলোক নেই
যে লোকটি এসেছিলো এ খবর দিয়ে গেলো সে-ই।'

ছোট-ছোট কথা : কিছু ফিসফাস : চুড়ির আওয়াজ।
'বাহিরে যে অন্ধকার !   তোমার টর্চটা কোথায় ?'
আকাশে যেদিকে চাও : শুধু দেখা যায়
অন্ধকার, আসন্ন মেঘের ঘটা, তাস খেলে কাজ নেই আজ।

কামনা-পীড়িত চোখ, ম্লান ঠোঁটে উপবাসী হাসি।
আরো কাছে ঘেঁসে বসে মেদনম্র মেয়েটির কাছে ;
বলে হেসে : 'যাবে সিনেমায় ?'
সূর্য ঢলে অস্তাচলে অন্ধকার নামে চরাচরে
আজ তো সপ্তাহ শেষ, আজ শনিবার !

স্নায়ুকোষে সারাক্ষণ তীব্র তৃষা আনাগোনা করে,
শিকারীর শ্যেন নেশা নয়নে আবার।

এ ঘরে গুমোট
এ ঘরে অনেক দীর্ঘ দীর্ণ প্রেতচ্ছায়া :
অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
এ জীবনে স্বপ্ন নেই ব্যর্থ এই পৃথিবীর মায়া।
'নটুবাবু ইহলোক নেই
যে লোকটি এসেছিলো এ খবর দিয়ে গেলো সে-ই।'

চুপচাপ : টিকটিক ঘড়ির আওয়াজ।
অকস্মাৎ থলথলে স্বর।
কা'র স্বর!
প্রশ্ন করে অনেকেই : কেউ নেই : মেলে না উত্তর।
'কালকে মিস শান্তি বোস—সে খবর রাখো?'
বলে' দিই : 'এ ঘটনা তারি কিন্তু জের!'
ওরা কি জানে না
তুমি জানো, আমি জানি, জানে তো সবাই
এ জীবন কী ভীষণ ফাঁকা!

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী,
তমালতালীবনরাজিনীলা···
'কী ভাবচো : ভাবনার শেষ আছে নাকি!'
বলিল সে : 'যাবে নাকি ওইখানে এখন বাগানে?
ভাখো চেয়ে তোমার সন্ধানে
রাতের তুহিন হাওয়া দ্বারে এসে করাঘাত হানে!
হয়তো মাধবী রাত হ'য়েছে উতলা,
সার্থক হ'য়েছে পথে অন্ধ, পথভোলা;

যেন কা'র প্রতীক্ষায় প্রাঙ্গণের হিম বনতল
ঈষৎ চঞ্চল ;—
যাবে ওইখানে ?'
নতনেত্রা বিম্ববতী দিলো না উত্তর,
এ ঘর নিথর।
ধীরে ধীরে মিলালো সে কামদৃপ্ত পুরুষের স্বর।

'তুমি না কুকুর পোষ : কী কুকুর, স্পেনিয়েল ?'
'রমা সেন ভাগ্যবতী, এ বছরে আই-সি-এস হ'লো চারু রায় !'
'সে কেসটার কিছু জানো : বর্মণের ক'দিনের জেল ?'
'হা'রছড়া কত হলো ? দুশো দশ ? ছাখো তলি এদিকে তাকায় !'

এই ঘরে অনেকেরই প্রেতদীর্ঘ ছায়া,
এ ঘর নিথর :
অন্ধকারে তবু কা'র ভারী কণ্ঠস্বর।
কা'র স্বর !
প্রশ্ন করে অনেকেই : কেউ নেই : মেলে না উত্তর।
'জানো কাল মহিমের বিয়ে ?'
'তাই বটে ! কী ক'রে যে লটারী টিকিটে
সে-ও হ'লো বড়োলোক বিধাতাকে স্রেফ ফাঁকী দিয়ে !'
মহিম জানে না
তুমি জানো, আমি জানি, জানে তো সবাই
এ জীবন কী ভীষণ ফাঁকা !

'আজকের কাগজে লিখেছে
প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী ত্রিলোচন দাস
মারা গেছে বজবজে।'
অন্ধকারে এলোমেলো কণ্ঠস্বর কা'র
এ ঘরে গুমোট :
তাস খেলে কাজ নেই আর।

চুপচাপ : টিকটিক ঘড়ির আওয়াজ।
সেই ভাঙা থলথলে স্বর :
কা'র স্বর !
প্রশ্ন করে অনেকেই : কেউ নেই : মেলে না উত্তর।

'ও শব্দ কিসের ?'
'বাতাসের।'
'বাতাসের শব্দ বুঝি এতো ভারী হয় !'
'নিশ্চয় !'
'বেঁচে আছো, অথবা তুমিও আজ বাতাসের মতো মৃত, ভারী ?'
নতনেত্রা বিম্ববতী দিলো না উত্তর,
এ ঘর নিথর।
ধীরে-ধীরে মিলালো সে কামদৃপ্ত পুরুষের স্বর ॥

আজ বসন্তে

আবার উতলা বায়ু গতপত্র কৃষ্ণচূড়া শাখে।
স্বেদাক্ত মুখের 'পরে মশালের আলোক কঠিন।
দিগন্তে দোর্দণ্ড সূর্য প্রত্যহের রক্তটিকা আঁকে।
ঋতুচক্রে ঘোরে ফেরে ভ্রষ্টলগ্ন যাযাবর দিন।
ওষ্ঠাধর বাক্যহীন, চোখে চোখ মিলেছে যেবার
চাহনি ফিরিয়ে নিয়ে লক্ষ্য করো নীল নভোতল।
জন্ম, মৃত্যু, প্রজননে অজানিতে যৌবন বিকল।
বর্ষার নদীর মতো কালস্রোত আজো ক্ষুরধার।
খনিতে খনিতে জাগে ইস্পাতের গাঢ় অন্ধকার।
অঙ্গময় ধূলো মেখে রক্তমুখে শ্রমজীবী ঘোরে।
প্রবল হৃদয়-তাপ কী শঙ্কায় ওঠে বেড়ে জোরে।
প্রখর শীতের শেষে লবণাক্ত রজনী আবার।
বিপুলা পৃথিবী আর শূন্যে-শূন্যে নিরবধি কাল।
আকাশে গম্ভীর ভাবে লালমেঘ ঘোরাফেরা করে।
কাস্তে হাতে কৃষকেরা শস্যহীন মাঠে ঘুরে মরে।
বসন্ত বাতাসে দ্যাখ বিজড়িত সুকঠিন জাল।

পুরনো পৃথিবীর প্রতি

বিদায়, বিদায় আজ, হে পৃথিবী, সমুদ্র-সন্তান !
স্থবির শতাব্দীশেষে লহো এই শেষ সম্ভাষণ।
তোমার জীবন থেকে পলাতক আরক্ত যৌবন।
জরা ক্লিষ্ট কণ্ঠ হ'তে গেছে মুছে যৌবনের গান।
কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই যদি জানি পিতা-পিতামহ
একদা সহস্র দীপে সাজায়েছে চরণ তোমার।
কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই যদি জানি তাঁদের আগ্রহ
একদা তোমাকে ঘিরে রচেছিলো কীর্তি প্রতিভার।

আজ তুমি নির্বাপিত মোর কাছে তুহিন অসাড়।
নতুন যুগের সূর্য সহ্য আর হয় না শরীরে—
বোধ করি অবলুপ্ত হবে তাই কালের তিমিরে,
শীতল সমাধি-স্তূপে নব্য কোনো সমাজ আবার।
বিধ্বস্ত মৃত্তিকা মাঝে যুগান্তের উদ্বেলিত গান
পরিণামে হবে জয়ী, জয়ী হবে পথের আহ্বান ॥

মুখ

এখনো কেবল আমি সেই মুখ সর্বত্রই খুঁজি,
দুঃখের দুর্গম দিনে যেই মুখ হৃদয়গহনে
এনে দেয় বরাভয়, প্রাণে ঢেউ তোলে সোজাসুজি,
যেমন বসন্ত আনে ক্ষীপ্র বেগ নির্বাপিত বনে।
আকাশে যখন মেঘ, সারাক্ষণ গুরু-গুরু ধ্বনি,
পথে ঘন অন্ধকার, হিমসিক্ত বাতাস কঠিন ;
দেখেছি তো সেইমুখ, কেঁপে ওঠে অশান্ত ধমণী,
নাকে টানি হিমবায়ু, দেহে নামে বৃষ্টি-ঝরা দিন !

যখন দুঃসহ দাহে মেঘহীন আকাশ আমার,
বাহিরের অবজ্ঞায় হৃদয়ের চেতনা পাথর ;
যতোদূর চোখ যায় দগ্ধপ্রাণ বিষণ্ণ খামার,
আমার দুর্গম-পথে শুধুমাত্র সে-মুখ নির্ভর।
এ-মুখ মসৃণ নয়, এ-মুখ নয়তো রমণীর,
জনতার শ্রমদৃপ্ত এ মুখের প্রশান্তি গভীর ॥

১৯৩৭—'৪৭

এখনো তোমার মনের খবর রাখি।
দেখা হলো ফের অনেক দিনের শেষে।
আজ দেখা দিলে সেই অভিনব বেশে।
হৃদয় তোমার এখনো উতলা পাখী।
সুচরিতা মোর! সময় আসিল নাকি?
অধুনা হৃদয়ে জটিল ভাবনা নানা।
বাহিরে বাগানে ফুটেছে হাসনুহানা।
পথিক হৃদয় আজো কি উতলা পাখী?

এদিকে আকাশে উড়েছে বিমানগুলি।
অবাধে ছিঁড়েছে ছড়ানো কুয়াশাজাল।
নিমেষে বিমান ভেঙেছে মাথার খুলি।
ভয়ে নতমুখ নীরবে তমালতাল।
সুচরিতা মোর! তোমাকে ভুলিনি আমি।
বাহিরে আকাশে প্রলয় গভীর হয়।
আসে দুর্যোগ, তার চেয়ে বেশী দামী
হয়তো বিগত পুরানো প্রণয় নয়!

এখনো তোমার মনের খবর রাখি।
অবাধে ছিঁড়েছে বিমান কুয়াশাজাল।
ভয়ে নতমুখ নীরবে তমালতাল।
নিথর হৃদয় আজো কি উতলা পাখী?

রাত্রির সঙ্গীত

বহু স্তব্ধ তারাভরা রাতে
যখন থেমেছে চলাচল
যানবাহনের,
সমস্ত সহর শুধু মূর্ছাতুর নিদ্রায় বিকল,
কার যেন হাত লাগে হাতে
কার ছোঁয়া চোখের পাতায়।
ভেঙে যায় অকস্মাৎ ঘুম,
চোখ মেলে দেখি উর্ধ্বে জ্বলে তারাদল,
নিরুত্তাপ আকাশ নিঝুম।

আর কোনো শব্দ নেই, আর কারো সচকিত স্বর
রক্তস্রোতে ঢেউ তুলে বাজে না হৃদয়ে,
মাঝে-মাঝে দূরাগত হাওয়ার আঘাতে
অশোকতরুর মূলে ঝরা পত্রদল
কাঁপে ভয়ে ভয়ে।
মানুষের সাড়া নেই সকলের চোখের পাতায়
যাদুকরী ঘুম এসে যাদুদণ্ড দিয়ে
ছোঁওয়া দিয়ে যায়,
দিনান্তের প্রাণকেন্দ্র অচেতন গভীর নিদ্রায়।

রাত্রির গহ্বর হ'তে চুপিসারে বার হ'য়ে আসে
নিরুচ্চার তন্দ্রাভাঙা সুর,
অপূর্ব সঙ্গীত যেন, পলাতক স্মৃতিতে বিধুর!
অশ্বত্থ পল্লব দোলে রাত্রির বাতাসে,
তারি ছায়া দূর্বাদলে, ঘাসে,
আকাশের নীলিমায় নক্ষত্রের দিকে চেয়ে থেকে
বারাংবার এ হৃদয় মৌন, তন্দ্রাতুর।
রক্তমাখা স্মৃতিতে বিধুর!

মনে হয় রজনীর নিরুচ্ছায় সঙ্গীতের এই বারিধারা
সদ্যোজাত কিন্তু চিরন্তন।
প্রত্যেক রাত্রিতে এসে হৃদয়ের প্রান্ত ছুঁয়ে
নিয়ে যায় মুছে
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
গ্লানি আর জড়তাকে, সমুদ্যত হোক না যৌবন।

জীবনের পথে-পথে দ্রুত চলে ভারবাহী রথ,
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে খুঁজে মরে ভ্রষ্টনীড় অযুত মানুষ
দুর্বার, বিচিত্রগামী পথ।
সারাদিন রৌদ্রালোকে ছায়াপ্রদ পথ খুঁজে খুঁজে
শেষহীন মন্থর যাত্রায়
বিচ্ছুরিত অগ্নিকণা পদতলে প্রবল মাত্রায়,
আমাদের চোখ আসে বুঁজে।
তারপর রাত এলে
যে-মুহূর্তে নিদ্রাতুর গ্লানি জড়তাকে
দগ্ধমন দূরে ছুড়ে ফেলে ;
তন্দ্রাঘোরে বনান্তের পথ যেন ডাকে,
পথে যেতে পদতলে ফোটে শতদল,
ফসলের শত ঢেউ মাঠের সবুজে।

নিস্তব্ধতা ঘনীভূত : রাত্রির সঙ্গীতধ্বনি শুনি।
সঙ্গীতের শেষ নেই : প্রণয়েরো শেষ নেই কোনো।
রাত্রির সঙ্গীত শেষে রক্তস্নাত দিন এসে
দাঁড়াবে আবার কাল ভোরে :
পরমায়ু নেই তবু বেঁচেই যে আছি
সেটা কোন্ জোরে ?

এখানে

বৰ্দ্ধিষ্ণু হ'য়েছি আমি শব্দক্ষর ধূসর সহরে
জনতার কোলাহলে, অজস্র যে ব্যস্ততার ভিড়ে।
যানবাহনের বেগে অঙ্গ থেকে ধূলি ঝরে' পড়ে।
সন্ধ্যাকালে ঘরে ফেরে কেরাণিরা বিবশ শরীরে।
সহরের উন্মত্ততা জীবিকার স্রোতে আলোড়ন
দিয়েছে অনেক ভেঙে পাখা। দেখিনি ত' নীলাকাশে
কখন উঠেছে লঘু মেঘ। যান্ত্রিক জীবনে মন
কয়েদীর মত যেন। পরিণত মূঢ় ক্রীতদাসে।

সহরের সীমা ছেড়ে তার পর এইখানে এসে
মন ছোটে মাঠের সবুজে। মুক্ত, শাণিত বাতাসে
কী গভীর সরলতা! উদয়-শিখরে দেখি মেশে
আকাশের নীল। পাখী গান গায়, বৃন্তে ফুল হাসে।
কৃষক উন্মুক্ত ক্ষেতে খাটে সারা বেলা। কলরব
শুধু নদীটির। আজ এখানে পেয়েছি এসে সব।

ব্ল্যাক আউট শেষ

সহরে সমস্ত ছায়া উন্মোচিত মুক্ত এত দিনে।
চৌরঙ্গীতে দীপালোক, ঝলকিত আহত নগরী।
অপগত দিনগুলি আজ ফের আনমনে স্মরি।
পুরাতন লুপ্ত আলো অবিলম্বে নিতে হয় চিনে।
দীর্ঘকাল অন্ধকারে হিংসামত্ত দীর্ণ পৃথিবীতে
কেটেছে অনেক রাত। বিমানের অশান্ত ঘর্ঘরে
বিখণ্ডিত হয়েছে আকাশ। বন্ধ্যা, শীতল মাটিতে
কঠিন হাড়ের স্তূপ, মানুষ না খেয়ে পথে মরে!

আলোকের উৎস-মুখ দিকে দিকে যায় তবু খুলে।
স্থগিত হ'লো কি যাত্রা রক্তস্রাবী সন্ত্রাসে আঁধারে?
বন্ধুরা অনেকে দেখি নিরুদ্দেশ আজ পথ ভুলে।
রজনীর অন্ধকার নিয়ে গেছে সন্ধ্যা তারকারে।
অনেক রাতের শেষে অতর্কিত অজস্র আলোকে
সহসা বিমনা হই, ঝড় ওঠে স্মৃতি-কল্পলোকে।

নির্জন মুহূর্তের প্রার্থনা

[১]

নবরূপে লভিলাম।
সহরসীমান্ত ছেড়ে
হে আমার দেশ,
এখানে তোমাকে ফের নবরূপে আজ লভিলাম।
দূরে নদী, ঝরায় সন্ধ্যার সূর্য জলে অবিরাম
গোধূলীর সোনালী আবীর;
গরু নিয়ে ঘরে ফেরে
ঘর্মাক্ত কৃষাণ, সন্ধ্যার আকাশে
চাঁদ উঠে আসে,
অশ্বত্থ-বটের তলে ঝিঁ-ঝি পোকা ধরে ঐক্যতান।
এক ফালি মাঠ; পুরানো লণ্ঠন হাতে
সমুখের পথ দিয়ে
ছায়ামূর্তি চলে গ্রামবাসী,
পত্রঝরা চৈত্র শেষ, গন্ধরেণুমাখা দেশ,
জোনাকী যোনির মুখে হাসি।
পুরানো মন্দির জনহীন। জ্বলে না তো সন্ধ্যাবাতি—
অবলুপ্ত স্তবগান, কুমারী-আরতি।

[২]

কেন ভয়, কেন বিহ্বলতা, কেন এই বেদনা নিগূঢ়?
মন্থর মুহূর্তগুলি
আপন স্মৃতির ভারে মৌন, তন্দ্রাতুর।
সদম্ভ অঙ্গুলি তুলি'
নির্মম কদমে চলে ক্ষমাহীন কাল,
উন্মত্ত ভয়াল
ক্ষিপ্র তার গতিবেগে কর্মের আভাস।

শূন্যতার দীর্ঘশ্বাস
আকাশে বাতাসে ঘুরে মরে,
মধ্যাহ্নবেলায় সন্ধ্যায় রাতজাগা রজনীর স্বরে।
রাত্রি আসে, হাওয়া বয় উন্মুক্ত ধারালো—
সমস্ত শরীর লাগে ভালো ;
নির্জন প্রান্তরে হাঁটি, অরণ্য মর্মরে শুনি কার
ক্লান্ত হাহাকার,
অনেক বাতাসে আজ হৃদয় পাহাড়।

[৩]

নবরূপে তবু লভিলাম।
সহরসীমান্ত ছেড়ে
হে আমার দেশ,
এখানে তোমাকে ফের নবরূপে আজ লভিলাম।
হে হৃদয়,
তৃষ্ণাতুর অন্ধকার নয়,
সত্তার গভীরে আনো চৈতন্যের মাঙ্গলিক দ্যুতি,
আনো অনুভূতি
আহত ইন্দ্রিয় 'পরে পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা প্রদোষবায়ুর ;
বিপন্ন স্নায়ুর
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ক্লেদ ; ঘোলাটে আবেগ
শূন্য মনে, অশান্ত শরীরে—
আসুক সেখানে ফিরে
জঞ্জালকে দূরে ঠেলে সদ্যোজাত দৃপ্ত গতিবেগ।
যাত্রাপথ তলে
মাধবী-বল্লরীমূলে যুগে-যুগে ঢেলেছে আবীর
দীপ্ত দুঃখদাহে যাত্রীদলে ;
(নিদ্রাহীন বেদনায় আর কেন চঞ্চলতা হে বিজয়ী বীর !)
মনের প্রাঙ্গণে আজ জিজ্ঞাসার লক্ষ সূর্য জ্বলে।

এক ফালি মাঠ ; পুরানো লণ্ঠন হাতে
ছায়ামূর্তি চলে গ্রামবাসী,
পত্রঝরা চৈত্র শেষ, গন্ধরেণুমাখা দেশ,
জোনাকী যোনির মুখে হাসি।

[৪]

হে হৃদয়,
তৃষ্ণাতুর অন্ধকার নয় ;
আকাশে বিপন্ন চাঁদ, নির্জন প্রান্তরে
বাদুড়ের কৃষ্ণ ডানা নড়ে—
কত জন্ম কত জন্মান্তরে
ভাঙা হালে পাড়ি দিতে গিয়ে তবু পেয়েছি অভয়।
অস্তাচলে সূর্য ঢলে ; নবসূর্য এক
মানুষের বুকে—
দুঃখদৈন্যে রুদ্ধশ্বাস তবু রাত্রিদিন
উদ্যত সে কালের বাহিনী
চলেছে সমুখে।
ক্ষুদ্রতার তুচ্ছতার ফাঁদ থেকে দিলো মুক্তি আজ
রক্তস্রাবী কল্লোল কালের ;
জীর্ণতার অবশেষ, উঠেছে আওয়াজ
নদী প্রবাহের, পূর্ণ নতুন প্রাণের ॥

প্রতীক্ষা

প্রতীক্ষায় আজো আছি ; কবে যেন বলেছিলে আগে
ফের দেখা হবে, তাই যুগসন্ধিক্ষণে
অনুতপ্ত মনে
ধ্যানে জ্ঞানে তোমাকেই রাখি পুরোভাগে।
চারিদিকে অবিরাম যুগান্তের ঢেউ
রাত্রি দিন আবেগ-গম্ভীর,
কেঁপে ওঠে ছায়াচ্ছন্ন নীড় ;
মেরু থেকে অন্য মেরু, সুমেরু শিখরে
ঘরে-ঘরে হাটে ও প্রান্তরে
সর্বত্রই জীবনের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার বাণী,
তোমার আশায় তাই আছি বজ্রপাণি।

শেষ কবে হয়েছিল দেখা
মনে পড়ে না তো।
সে কি পলাশীর মাঠে? পাণিপথে?
সিপাহী যুদ্ধের দিনে? বেয়াল্লিশ সালে?
বর্গী হানা দিয়েছিল কবে? ক্লাইভের পঙ্গপালে
ভরেছিল আম্রবন ; কেঁপেছিল শান্ত ভাগীরথী ;
শুষ্কপত্র পড়ে ঝরে'
বনে-বনে অন্ধকার, বায়ু কেঁদে উঠেছিল জোরে?

যে বাঁচায় তারে নিয়ে আছি।
দরিদ্র কুটিরে, স্নিগ্ধ মৃত্তিকার আরো কাছাকাছি
শুষ্ক মাঠে তৃষ্ণা জেগে রয় ;
ঘুরেছি তো রিক্তহস্ত দীর্ঘ দিন দগ্ধ পথে-পথে,
অনেক মরমী ব্যথা সুগভীর ক্ষতে।
তারপর ধীরে ধীরে
আলস্যমন্থর দেহ নড়ে' ওঠে ;

জীবনের একান্ত গভীরে
যতো ক্ষোভ পুঞ্জীভূত, সারা হিন্দুস্থানে
বোম্বাই দিল্লীর পথে দোলা লাগে
যতো ভাঙা নীড়ে।

আসমুদ্র হিমাচল সুপ্তোত্থিত কুম্ভের মতন
ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে বিশাল বাহিনী,
এখনো কি হয়নি সময়?
নির্দেশের অপেক্ষায়
দিন চলে' যায়;
নিত্য নব ঘটনার রক্ত লাগে সময়ের
রথের চাকায়,
প্রতীক্ষায় আছি বজ্রপাণি॥

এই চাঁদ

এই সেই চাঁদ।

কপালে দিয়েছে টিপ, প্রথম কৈশোরে।
চোখে উদ্দীপনা জেলে
হৃদয়কে করেছে উন্মাদ।
এই সেই গোল চাঁদ রূপালী-হলুদ।
দূর নীলে বাঁশবনে তমালের ফাঁকে
মেঘেদের সিঁড়ি ভেঙে চুপে উঠে এসে
যে-চাঁদ দিয়েছে ধরা শিশুদের ডাকে,
গোটা পৃথিবীটা ফের হঠাৎ উঠেছে হেসে
গভীর খুসীতে আপনার,
রাত্রির রজনীগন্ধা স্পর্শে যার হয়েছে উন্মাদ,
এই সেই যুগান্তের চাঁদ।

অশোক তরুর 'পরে দেখা যেতো যারে,
ছায়া সরে' যেতো বনে-বনে,
রূপার থালার মতো প্রতিবিম্ব পদ্মদীঘিপারে,
আলো-বিচ্ছুরিত বাতায়নে,
এই সেই চাঁদ।
যখন দিনের শেষে এ সংসার লেগেছে বিস্বাদ,
প্রত্যহের ঘূর্ণিপাকে ভারাক্রান্ত মন,
বারান্দায় এসে বসা, দেহে লাগে হাওয়া,—
উপলব্ধি হয়েছে তখন
এ পৃথিবী হ'তো যদি চাঁদের মতন!
নির্মল প্রশান্তি এক চন্দ্রিমার কাছেই যে পাওয়া!

এই সেই চাঁদ।
পথ দিয়ে যেতে যেতে উদাস পথিক
অতর্কিত যাকে দেখে হ'য়েছে উন্মাদ।
ছুটেছে তো বারংবার আলেয়ার পিছু,
হয়েছে যে মাথা নীচু,
নিস্তরঙ্গ বনস্থলী, ক্রমেই বেড়েছে স্তব্ধ-রাত
মাথার উপরে জেগে
সারারাত ধরে' এই স্নিগ্ধদীপ্তি চাঁদ।

মনে পড়ে বেণুমতী তীরে
অপূর্ব পুলকরাশি মনে
কুঞ্জতলে থাকে বসে' একটি যুবতী,
স্বপ্ন নামে ত্ব'নয়ন ঘিরে,
নির্মল যৌবনে
স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক পড়ে
দুঃসহ যৌবন নিয়ে চাঁদ খেলা করে বনে বনে।
অনেক যুবতী
অনেক গভীর ক্ষতি
সয়েছে তো যুগে-যুগে ক্ষমাহীন প্রেমের সংসারে,
অনেক যুবক
মাঝপথে ফেলে গেছে প্রতিরুদ্ধ হ'য়ে
সদ্যোজাত ফুলের স্তবক;
মধ্যরাতে চাঁদ দেখে মিটে গেছে অন্ত যতো সখ।
যে কার্থেজ ভেঙে গেছে যে রোমের স্বপ্ন আর নেই
যে মিশর ভগ্নস্তূপে ভরা,
লুপ্তপ্রাণ মানুষের প্রতিনিধিরূপে যুগে যুগে
এই চাঁদ ছিল সেখানেই।
অতিক্রান্ত কতো কাল! তবু তো লাগেনি দেহে জরা।

ধনী-প্রাসাদের চূড়ে, কৃষকের জীর্ণ চালাঘরে
দিগন্তে অম্বরে
সর্বত্র সমানবেগে জ্বলে
পিতৃপুরুষের এক অনির্বাণ আশীষের মতো
চিরজ্যোতিঃ এই চাঁদ ;
চাঁদের কটাক্ষ থেকে বঞ্চিত হয়েই যুগে-যুগে
পৃথিবী কি লেগেছে বিস্বাদ !
রূপালী অজস্র আলো প্রসারিত মাঠের ফসলে
অরণ্যশিয়রে, উচ্চতটতলে ;
রাতের পাখীরা উড়ে যায়
ডাল হ'তে অন্য ডালে শাদা জ্যোৎস্নায় ;
নিঃশব্দ চরণে
রাত্রি-জাগা পলাতক প্রেমিকের মতো
চাঁদের ছায়ারা বনে বনে।

মাঠপারে কৃষিপল্লী সেখানেও চাঁদ
দাঁড়িয়েছে এসে
হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের বেশে,
মুছে নিয়ে গেছে যতো দিনান্তের জরা অবসাদ :
দীর্ঘপথে শূন্যক্ষেতে
কণ্টকিত সংসারের পথে যেতে যেতে
নির্বিকার বিধাতার মতো
এই সেই চাঁদ ॥

শারদীয়

আবার আসে সবুজে-মোড়া দিন,
সোনালী নীলে স্বর্ণ আশ্বিন,
আকাশে মাঠে বাতাসে রৌদ্রময়
সহসা যেন পুরানো হাওয়া বয় !
হৃদয়মনে করে সে আনাগোনা
গানের সুরের উদার স্বর্ণকণা !

শহরে থাকি, করেছি বসবাস
লোকের ভীড়ে, জীবন রুদ্ধশ্বাস
রুটিন-বাধা ; সারাটা দিন ভরে'
অনেক গ্লানি, পথের মোড়ে-মোড়ে
কেবল বাধা, কেবল বালুর তাপ :
জীবন ভরেই কেবল মনস্তাপ।

সবুজে-নীলে যেখানে গড়াগড়ি,
আকাশে-মাঠে যেখানে ছড়াছড়ি,
নতুন নদীর সেখানে কলতান
হৃদয় খোঁজে, খোঁজে যে আহ্বান
নিগূঢ় কোনো নতুন জীবনের,
সামনে জ্বলে রৌদ্র আশ্বিনের।

আহা ! আজ তাই তো খুসীর টানে
তাড়িত মনে লেগেছে দোলা গানে ;
অনেক কাল আড়ালে জ্বলে'-পুড়ে'
হৃদয় ভরে, আবার গানের সুরে
দগ্ধ পথে দখিন হাওয়া আসে
দরজা ঠেলে, সবুজ সোনা ঘাসে।

শহরে থাকি, দেখেছি ঘসে'-মেজে
অনেকে চলে, ঘোর স্বদেশী সেজে
আসর জমায়, যাঠেতে ঠোঁট নেড়ে
লোককে ভুলায়, ক্ষুধার অন্ন মেরে।
দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাকেও দেখি
শাসনযন্ত্র বাগিয়ে নিয়ে, মেকী
সেপাই-মন্ত্রী নিয়েই আছেন বেশ,
অসন্তোষের মেলেনা অবশেষ।

তবুও আসে সবুজে-মোড়া দিন,
ঝড়ের আগে শেষের আশ্বিন॥

একচক্ষু

যতোদূর দৃষ্টি যায়
কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে রোমাঞ্চিত মনের উত্তম
সদ্যোজাত নীপবনে সতৃষ্ণ তাকায়।
পৃথিবীতে প্রকৃতিতে আয়োজন কম
হয়নি তো কোনোদিন, চৈত্রদিনে বসন্তবাতাস
প্রবাহিত হয়েছেই, ঘনঘোর শ্রাবণের রাতে
মেঘে-মেঘে ঝরেছে আকাশ ;
স্বর্ণবর্ণ তপনের কিরণসম্পাতে
মসৃণ সবুজ মাঠে হেসেছে তো হেমন্তের সোনালি শিশির ;
গ্রীষ্মের প্রখর দিনে তীব্র আম্রমুকুলের ঘ্রাণে
ডালে-ডালে অজানিত পাখীদের ভীড়।

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে
সৌন্দর্যের আবেদন ঋতুতে ঋতুতে প্রতি মানুষের কাছে
আকাশে যে সূর্য ওঠে তার পিছে ঘন নীলিমায়
দিগন্তের মেঘে-রঙে অপূর্ব বিস্ময় দেখা যায়,—
পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে ঘোর রাতে ঘুম ভেঙে দিয়ে
খেলা করে রূপসীর মুখের মতন
অচেতন নিরুত্তাপ হৃদয়কে নিয়ে ;
কখনো ফুলের ঘ্রাণ আমাদের প্রাণ ছোঁয় চুম্বনের মতো ,
পৃথিবীতে আয়োজন অব্যাহত থাকে অবিরত।
আমরাই একচক্ষু শুধু, ঘূর্ণাবর্তে গিয়েছি তলিয়ে
ক্ষ'য়ে-যাওয়া দগ্ধ চূর্ণ প্রস্তরের মতো।

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে
জলে স্থলে শূন্যে নীলে চিরন্তন ছায়া-শরীরিণী
নব-নব রূপে হানা দেয় দগ্ধ হৃদয়ের বিবেকের কাছে,
অনেক নিভৃত রাত্রে শোনা যায় বিচিত্র কিঙ্কিণী।

মাঠে-মাঠে ছায়া পড়ে, ছায়া সরে' যায়,
হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ আন্দোলিত গাছের পাতায় ;
মনে পড়ে' যায়
দূরের উজ্জ্বল মুখ সুবসনা সুনয়না অরূপ মধুর,
স্তম্ভিত মুহূর্তে মন স্মৃতিভারে স্তব্ধ তন্দ্রাতুর ;
বহু ক্রোশ পথ হ'তে এসে
হৃদয়ের গভীর প্রদেশে
ধীরে-ধীরে মেশে
একটি গভীর ক্ষীণ সুর।

নিভৃত হৃদয় নিয়ে যদি কোনো একদিন শুভ অবসরে
আচ্ছন্ন হৃদয়বাষ্প ফুল হ'য়ে ঝরে,
স্নানরতা রমণীর পদ্মওষ্ঠে স্তনযুগে কটিতটে চোখ গিয়ে পড়ে,
দোলা লাগে হাড়ভাঙা বক্ষের পিঞ্জরে,
মনে রেখো নীলাকাশ বাঁকা চাঁদ নীল ফুল মাঠের শিশির,
পাতার আড়ালে পাখীদের
ছায়াঘেরা ছোট-ছোট নীড়।

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে,
কুমারীর মতো তার অনেক প্রত্যাশা
আগন্তুক মানুষের কাছে ;
প্রখর বিবেক-বাণ প্রাণে অবিরত,
আমরাই একচক্ষু, আমরাই ঘূর্ণাবর্তে গিয়েছি তলিয়ে
ক্ষ'য়ে-যাওয়া দগ্ধ চূর্ণ প্রস্তরের মতো,
বাঁচবো কী নিয়ে ?

তবুও হঠাৎ যদি সংসারের আবর্জনা ঠেলে
নীড়মুখী পাখীর মতন
দুরন্ত আবেগ বুকে জ্বেলে
একঘেয়ে প্রয়াসের হয় ব্যতিক্রম,

যদি দূরে দৃষ্টি যায়
        কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে রোমাঞ্চিত মনের উত্তম
সদ্যোজাত নীপবনে ফুলে ফলে সতৃষ্ণ তাকায়
        মনে রেখো পৃথিবীর রোমাঞ্চিত প্রকৃতির মৌন প্রতীক্ষার
কোনো অন্ত কোনো সীমা কোনো শেষ নেই,—
        আচ্ছাদন খুলে ফেলে রমণী নেমেছে যেই জলে
কামনার পদ্মগুলি ফোটে পলে-পলে,
        মনে রেখো নীতিবাক্য : অপমৃত্যু ডেকে আনে একচক্ষু
                        যতো হরিণেই ॥

এখনো

ঝলমলে রোদ আর এক ঝাঁক পাখী
সবুজ পাতার ভীড়,
সদ্যোজাত তৃণাঙ্কুরে বর্ণ সুনিবিড়,
হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে
এ-সবের চিহ্ন এঁকে রাখি।

আজ দেশে দেশে
রৌদ্রালোকে, অন্ধকার নিভৃত প্রদেশে
অবারিত তীব্র দ্বেষ, হননের সুর,
যেখানেই যাও শুধু রুদ্ধশ্বাস অসীম বিদ্বেষ,
এ যুগের লক্ষ্মী মূর্চ্ছাতুর ।

ঝলমলে রোদ আর এক ঝাঁক পাখী
তবুও তো মনে রাখি।
দিগন্তপ্রসারী ক্ষেত, আকাশের নীল
সবুজ পাতার ভীড়,
সদ্যোজাত তৃণাঙ্কুরে বর্ণ সুনিবিড়,
এ-সবের মাঝে খুঁজি জীবনের মিল।

এখনো যে ভালোবাসি, এখনো যে আকর্ষণ আছে,
—কী প্রত্যাশা জীবনের কাছে?
উন্মোচিত হৃদয়কে মেলে দিতে চাই
তৃণতলে, মৃত্তিকার কাছে!
এখনো যে বৃষ্টি ঝরে শ্রাবণের রাতে
এখনো যে হাত রাখি হাতে;
এখনো আকাশে বাজে নক্ষত্রনূপুর,
রাতের হাওয়ায় কম্প্র রাগরক্ত সুর,
রাত জাগি অশোকের পলাশের সাথে!

এখনো চমকি উঠি বিদ্যুতের ক্ষণ-বিস্ফোরণে
ঘনঘোর আষাঢ়ের রাতে ;
প্রদীপ নিভেছে বার বার
দূরাগত বাতাসের চকিত আঘাতে !

বাহিরে যেখানে যাও তীব্র দ্বেষ, হননের সুর,
এ যুগের লক্ষ্মী মূর্চ্ছাতুর ;
ভাঙা যতো নীড়ে-নীড়ে জাগে ঢেউ আর্ত, ব্যথাতুর।
ঝলমলে রোদ আর এক ঝাঁক পাখী
তবুও তো মনে রাখি।
এখনো যে ভালোবাসি, এখনো যে আকর্ষণ আছে,
—কী প্রত্যাশা পৃথিবীর কাছে ?
উন্মোচিত হৃদয়কে মেলে দিতে চাই
তৃণদলে, মৃত্তিকার কাছে ॥

তিমিরহননের গান

আকাশে সুনীল মেঘ-উদয়।
সাজ কি হ'লো তাড়নীজয়।
ঘুচে গেছে বহু কঠিন ভয়।
আকাশে সুনীল মেঘ-উদয়।

ভয়ে ভারবাহী অনেক কাল
মাঠের কৃষাণ ধরেছে হাল।
জেলে নদীজলে ফেলেছে জাল।
ভয়ে ভারবাহী অনেক কাল।

সবাই আমরা দিনশেষে
আবার মেতেছি দেশে-দেশে।
বৃষ্টিবাদলে হেসে-হেসে
সবাই সয়েছি দিনশেষে।
পথে-পথে যতো পঙ্গপাল
হানা দেয় যবে, ঘর সামাল্।
দিকে-দিকে যতো কঠিন জাল
ছিঁড়ে দিই, কাটে অনেক কাল।

সবাই আমরা দেশবাসী
মারণ মন্ত্রে উপবাসী।
আড়ালে শঠের হাসাহাসি,
মরিনি ত' তবু দেশবাসী।
যদিও এখানে চারিপাশে
ছড়ানো মরণ মাঠে ঘাসে।
সহসা জেগেছে মরাঘাসে
নব তৃণদল, স্মিত হাসে!

অপগত দিন ভাষাহরা।
গান দিয়ে আজ প্রাণভরা
করিছে যে জয় জয়-জয়া।
অপগত দিন ভাষাহরা।
মনের গহনে আছে আশা।
আছে নবপ্রেম, ভালোবাসা।
দূর থেকে বুঝি ভাসা-ভাসা
অনেক হৃদয়ে নবভাষা।
যেখানে আবেগে মন ছোটে
নব-নব দলে ভাষা ফোটে,
ছুটেছি সেখানে এক জোটে।
বিষধর দূরে মাথা কোটে।

আকাশে সুনীল মেঘ ধরে।
হৃদয়ে সবুজ ভিড় করে।
যদিও একদা ভুগি জ্বরে।
পথের কিনারে ছায়া সরে।
স্ফীত বিকশিত বনস্থলে,
নবনীল দূর নভস্থলে
ঘনশ্যাম দেখে মন ভোলে।
স্ফীত বিকশিত বনস্থলে।

আজকে সবাই প্রাণ খুলে
চলি ঠিক পথে, নয় ভুলে।
নবীন আশার পদমূলে
সবি তো সঁপেছি প্রাণ খুলে॥